ভিক্ষে-মা

- দিকশুন্যপুরের অভিযাত্রি

"মাগী আঁটকুড়ি বেটি আবার এই দিকে ছোঁক করছে দেখো না! অমন লুভিষ্টে দশা না হলে কি আর এমন কপাল হয় ? তবু তো চোখগুলো যেতে বসেছিল, তাও শিক্ষে নেই গা !"

ঠাকুরঘরের দরজায় বসে আমুদী গয়লানীর সদ্য রেখে যাওয়া ঘিয়ের হাঁড়ির মুখ থেকে শালপাতা আর পাটের দড়ির বাঁধন এক টানে খুলে এক কোণে ফেলে বড় কাঁসার গামলা ভর্তি ময়দায় তার থেকে কিছুটা ঢালতে ঢালতে হিসহিসিয়ে বলে উঠলেন তাপসী মাসিমা। লক্ষ্যটি আর কেউ নয়, এই গাঙ্গুলী বাড়িরই কর্তাদের জ্ঞাতি বোন রাণী পিসি, কারণ এই জষ্ঠি মাসের বেলা সাড়ে-দশটার সময়ে গাঙ্গুলীদের তিন তলা ভদ্রাসনের ছাদের টঙের উপরে অবস্থিত ঠাকুরঘরের দাওয়ায় নারায়ণের ভোগের লুচি হওয়ার জন্য তৈরি হতে থাকা ঘি-ময়দার তালের উপরে চকচকে দৃষ্টি দিতে আর একটা কাক-পক্ষীও নেই !

তাপসী মাসিমার অবশ্য দোষ নেই; আসলে রাণীর স্বভাবই ওই। কোন ভোরে উঠে আগান-বাগানে ঘুরে বেড়ানো দিয়ে তার দিন শুরু হয়, সেই বাসী কাপড়েই। উদ্দেশ্য কি ? না, গাছের ফল কুড়ানো। কোন ফল ? সে কোনো বাছ-বিচার নেই, কাঁচা-পাকা-আধ পচা-পোকায় ধরা যাই হোক না কেন, ফল হলেই হল। কতক্ষণ চলবে ? না, যতক্ষণ না মেজগিন্নী-সেজগিন্নী গাত্রোত্থান করে, স্নান সেরে, ঠাকুঘরে জাগরণ দিয়ে, সকালের পুজোর জোগাড় করে রান্নাঘরে এসে উঠে "রাণী ঠাকুরঝিইইইইই" বলে হাঁক পাড়বেন, তার পনেরো-কুড়ি মিনিট থেকে আধ ঘন্টা পর অবধি। তার পরে বেলা সাড়ে-নটা অবধি সকলের জলখাবার, ছেলে-পুলেদের ইস্কুল-কলেজের টিফিন, কর্তাদের অফিসের ভাতের পাট, সব চুকলে তারপরে গিয়ে রাণীর সাময়িক ছুটি। তখন তার ছোঁকছোঁকানি শুরু হয়- সেজদা কি আজ তবে ভাতের সাথে গোটা মাছটা খেয়েছে ? মেজদার ছেলে বিনু কি তবে চায়ের সাথে দেওয়া গোটা ডিম-টোস্টের পুরোটাই রেখে দিলো ? ভাইঝি রুনু আর টুনুর ঘরে পড়ার টেবিলে কি গতকালের ইস্কুল-ফেরতা কেনা হজমি গুলি বা আচারের খানিকটা রয়ে গেলো ? এই চলবে দুপুর একটা অবধি। তার পরে খেতে বসা বউদি আর ঝি চাকরদের সাথে। ভাতই নেয় কত, সে যেন বিড়ালে ডিঙোতে পারে না এমন করে বাড়ে পাতের উপর ! থালা চাটবে কী, যেন শেষ কণাটি অবধি শুষে না নিয়ে শান্তি নেই ! মাছ-তরকারিতে অবশ্য রাণী তত টান দেয় না, গিন্নিদের ভয়ে। তার পরে দুপুর আড়াইটা থেকে সাড়ে চারটে অবধি বাড়িটা দিবানিদ্রার মধ্যে নিঝুম-নিঃসাড়। তখন রাণীর অখণ্ড স্বাধীনতা। চুপিসারে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যায় সে, পাড়ায় কোথায় সাহাদের বাড়ি হরিনাম সংকির্তন, কোথায় ঘটি-চৌধুরীদের বাড়ি পৌষকালীর ভাসানের পর প্রসাদ বিতরণ, কোথায় মিত্তিরদের বাড়িতে বিপত্তারিণীর ব্রতের পারণ, কোথায় বাঙাল-চৌধুরীদের বাড়ি নবান্নের লক্ষ্মীপুজো, বা যে কোনো মন্দিরে সত্যনারায়ণের শিরনি-সর্বত্র, সর্বত্র সে কেবল ঘুরে ঘুরে বিনা নেমন্তন্নেই খেয়ে বেড়াবে, সেই বিকেল অবধি, যতক্ষণ না ইস্কুল-কলেজ-অফিস-কাছারির ছুটি হয়ে সবাই বাড়ি-মুখো হবে, ততক্ষণ। তার পরে সে গুটি গুটি পায়ে বাড়ি ঢুকবে, হয়তো বা দাদাদের ধমকানি, বউদিদের কিঞ্চিৎ মুখনাড়া শুনে আবার পরের দিন একই কাজ আবার করার জন্য ঘাপটি মেরে বসে থাকবে আর ততক্ষণ সদগতি চলবে সকালে কুড়িয়ে আনা সেই ফলগুলোর !

ফলতঃ প্রায়ই পেটের গণ্ডগোল, বাড়ির লোকে বকে-বুঝিয়ে হয়রান, পাড়ার লোকে চক্ষুলজ্জায় কিছু বলতেও পারে না, আহা, হাজার হোক, ভদ্দলোকের মেয়ে, তায় জন্ম অভাগী, একটু না হয় খায়ই, আর কোনো বদ মতলব তো নেই, যাক গিয়ে, ও নিয়ে আর কোঁদল করে কীই বা হবে ? সেই যে দেশে থাকতে বাপ-মা মরেছেন, সেই থেকে দুই ভাই বোন কাকা-কাকিমার সংসারে মানুষ। নিজের দাদা তো সেই করেই বিয়ে করে সাটকেছে, খুড়তুতো দাদারা রাণীরও বিয়ে ঠিক করেছিলো, কিন্তু বিয়ের আগেই হঠাৎ করে চোখে ছানি পড়ায় সেই বিয়ে ভেঙে যায়। সেই থেকে খুড়তুতো দাদাদের সংসারে দাসীবৃত্তি করেই তো বেচারার চলছে ! তা ছাড়া এতটুকু বিষয়-বিষ না থাকলে আর জাত আর গায়ের রঙ-রূপের দেমাকে মটমট গাঙ্গুলী-গিন্নীদের ঠারে-ঠোরে পাড়ার মেয়ে-মজলিশে কথা শোনানোই বা চলবে কি করে ? যত ফিচকে ছেলেপুলেরা তো মাসান্তে একবার পাড়ার একমাত্র পাস করা ডাক্তার দুর্গাদাস মিত্তিরকে গাঙ্গুলী বাড়ির খিড়কি দরজা ঠেলে ঢুকতে দেখে সামনেই হেসে বলাবলি করে, "রাণী পিসির আবার..."! বয়স্ক বৌ-ঝিরাও সেই সুযোগে মুখ টিপে খানিক হেসে নেয়।

ব্যতিক্রম একমাত্র তাপসী মাসিমা। তিনিও অভাগী, তবে কি না মহিমান্বিত অভাগী, মানে বামুনের ঘরের বিধবা, যার জন্য রাজা রামমোহন রায় থেকে শুরু করে হালের আশাপূর্ণা দেবী অবধি কারও মনে সহানুভূতির কমতি ছিল না, তায় আবার তাপসী মাসিমা থাকেন বেশ ডাঁটের সাথে। অসহায় বলে চেয়ে-চিন্তে দিনাতিপাত করার মানুষ তিনি কোনোকালেই ছিলেন না। কর্তা কলকাতার এক ছোট আপিসে কেরানির চাকরি করতেন। কোনোদিনই হিসাবী ছিলেন না, তার উপরে ছেলে-পুলে না হওয়ায় অত আঁটসাঁট করে বেঁধে সংসারও করা হয়নি কখনো। তাই তিনি হঠাৎ করে গতাসু হতেই যত আপনজনের দল যখন স্বচ্ছন্দে এঁটো ভাঁড় ফেলে মুখ মুছে ফেলার মত সবাই একযোগে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো, তখন তাপসী মাসিমা হাল ধরলেন নিজের হাতে। সেই থেকে তাঁর পেট চলে নিজের হাতে সুতো কেটে পৈতে বানিয়ে, পুরোনো খবরের কাগজ গঁদের আঠায় মুড়ে ঠোঙা বানিয়ে আর পাড়ার যত বাড়িতে পুজো-পার্বণের জোগাড়ের কাজ করে। কীর্তনের হরির লুঠ তৈরি রাখা, শ্রাদ্ধের হবিষ্যি আর পিণ্ড রাঁধা, বিয়েবাড়িতে স্ত্রী-আচার বাদে সমস্ত ফাইফরমায়েশ খাটা, বিপত্তারিণী-মঙ্গলচণ্ডীর লালসুতো-দূর্বাঘাসের ডোর, রাধাকৃষ্ণ-দুর্গা-কালী-লক্ষ্মী-জগদ্ধাত্রী-সরস্বতীর ভোগ রাঁধা-এই সব কাজে আর এ পাড়ার কোনও বাড়িতেই তাপসী মাসিমা ছাড়া অন্য কেউ হাত লাগায় না। চল্লিশের দশকের কথা। ধীরে ধীরে যৌথ পরিবার ভাঙছে, জীবন গতিময় হচ্ছে। গৃহিণীরাও চান, উৎসব-লোকসমাগমের দিনে একটু হাত পা ছড়াতে। তায় আবার পাড়ায় শুদ্ধাচারিণী বলে তাপসী মাসিমার চিরকালই সুনাম আছে- এই সাড়ে-বত্রিশ ভাজার যুগেও এক সন্ধ্যা আলোচালের সেদ্ধভাত, কদমছাঁট চুল, একাদশী, অম্বুবাচী সবই বজায় রেখেছেন, অতএব এই সব কাজের জন্য আর বাড়ির লোকে মাথা ঘামাতে যাবে কেন ? তা ছাড়া গরীব মানুষের এই করে যদি পেট চলে, তো চলুক না !

সংযমের মহিমাই যার আয়ুধ, সহানুভূতিই যার উপজীব্য, সে কীভাবে সেই সহানুভূতির অন্য একজন অসংযমী দাবীদারকে তার এক্তিয়ারের এলাকায় সহ্য করতে পারে ? পারে না। তাই তাপসী মাসিমাও রাণী পিসিকে সহ্য করতে পারেন না।

রাণী পিসি অবশ্য মনে মনে জানেও সে কথা। না হলে তাপসী মাসিমার ভাড়া ঘরের বাড়িওয়ালার উঠোনে যে পারিপারিক শীতলা মন্দিরে প্রতি পূর্ণিমায় ঘটা করে সত্যনারায়ণের সিন্নি আর বছরে একবার বিরাট যজ্ঞ করে শীতলাপুজো হয়, এবং যেখানে তাপসী মাসিমা মন্দিরের নিত্য সেবার জোগাড়-যন্ত্র করে দেন নামমাত্র ভাড়ায় মাথা গোঁজা আর টাইমের কলে চান করতে পারার বিনিময়ে- সেখানে বচ্ছরকার দিন আর মাসান্তে একবার এপাড়া-ওপাড়া-বেপাড়ার সব লোক খেয়ে গেলেও রাণী পিসিকে দেখা যায় না কেন ? আর, জানে বলেই এই মাত্র তাপসী মাসিমার রোষকষায়িত নেত্রযুগল দেখে ঢোঁক গিলে রাণী গুটি গুটি পায়ে নিচে নেমে গেলো !

নারায়ণের সেবার লুচি, তাতেও কি না নজর দেওয়া ! ঘেন্না, ঘেন্না, মা গো ! বয়স তো নয় নয় করে বাইশ-তেইশ বছর হয়ে গেলো, এখনও এমন লুভিষ্টে দশা যেন কচি খুকী ! সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে তাপসী মাসিমা হাত চালিয়ে লুচিক'টা ভেজে পাশে রাখা কাঁসার বড় রেকাবিতে তুলতে লাগলেন। বেশি সময় হাতে নেই। আজ বিনুকে তার বড়জ্যাঠা, মানে বড় গাঙ্গুলী নারায়ণ পুজো করা শেখাবেন। এতকাল কীসের যেন ফাঁড়া ছিল, তাই এত বড় বয়স অবধি পৈতে দেওয়া হয়নি বিনুর। সে সব এখন মিটেছে, তাই এই সামনের সপ্তাহে তার পৈতের দিনক্ষণ নির্ধারণ করা হয়েছে। তাপসী মাসিমাও সেই সুযোগে এই প্রথমবারের মতো গাঙ্গুলীবাড়ির কোনো যজ্ঞিতে জোগাড় দিতে এসেছেন। তবে টাকার বিনিময়ে নয়- বিনু চিরকালই তাপসী মাসিমার বড় ন্যাওটা। সেই ছোট্টবেলার থেকে, যখন বিনু-টুনু-মন্টু-ঝুনু চার ভাইবোনে মিলে তাপসী মাসিমার ভাড়া-ঘরের উঠোনের জামরুল আর পেয়ারা গাছদুটোর থেকে ফল পাড়তে আসতো, তখন থেকে। বিশেষ করে বিনু যেন চিরকালই তাপসী মাসিমার দিকে একটু বেশি টানে। পাড়ার ঠানদিদি-গোছের কত মেয়েরা কত বার বলাবলি করেছেন, "আর জন্মের ছেলে এ জন্মে আবার ফিরে পেয়েছে পোড়াকপালী তাপসী!" কতবার মেজগিন্নী বা সেজগিন্নীর অসুখ করলে তাপসী মাসিমা গিয়ে ওদের রেঁধে বেড়ে দিয়েছেন। শুধু কি তাই ? সেবার বিনু যখন সান্নিপাতিক জ্বরে প্রায় যায় যায় অবস্থা, তখন তার মা মেজগিন্নী তো ঠাকুরঘরে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকা আর কালীঘাটে এয়োত বাঁধা দেওয়া নিয়েই পড়েছিলো, মেজ-সেজ দুই গাঙ্গুলী মিলে কলকাতা থেকে বড় ডাক্তার ডাকা, ওষুধ-পথ্যি কেনা আর তার সাথে আপিস-কাছারি নিয়ে হিমসিম খাচ্ছিলো আর সেজগিন্নী একা হাতে পুরো সংসার সামাল দিতে নাজেহাল হচ্ছিলো (বড় তরফের সংসার চিরকালই আলাদা; বড় গাঙ্গুলী চাকরি নিয়ে তাঁর গিন্নী আর তিন ছেলে মেয়ে নিয়ে থাকে পশ্চিমের খোট্টাদের দেশের কোন যেন শহরে)- তখন দিন রাত এক করে কে বিনুর কাছে পড়ে থাকতো, শুনি ? সে তো এই তাপসী মাসিমাই! চাকর-বাকরও তখন রোগের ভয়ে কাছে ঘেঁষ নিতো না ! আর তার পর যখন রোগা সুতোটি প্রায় হয়ে সে বিছানা থেকে উঠলো, ডাক্তার ভালো করে মাছ-মাংস খেতে বলে দিলো, আর সেই তখনই গাঙ্গুলী বাড়ির কোন এক জ্ঞাতি মারা যাওয়ায় অশৌচ পড়ল, তখন কে লুকিয়ে বিনুকে আলাদা করে সিঙি মাছের ঝোলের সাথে গলা ভাত কে রেঁধে খাওয়াতো রোজ, নাকে-মুখে গামছা বেঁধে ? সেই শীতের রাতে মাছের ছোঁয়া যাওয়ার আবার কে সেনবাড়ির বড় দিঘিতে নেয়ে আসতো ? তাপসী মাসিমা ছাড়া আর কে ?

কাল সেই বিনুর পৈতে ! তাপসী মাসিমা সব যজ্ঞিবাড়িতে গিয়ে জোগাড়-যন্ত্র করে দেন, আর আজ দেবেন না ? তার জন্য আবার পয়সা ! রাম কহ ! মেজগিন্নী যখন সেই দিন দুপুরে পাড়ার মেয়ে

মজলিসে বসে বললেন, "তা চক্কোত্তি দিদি, আপনাকে আর আলাদা করে বলবো কী, বংশের বড় ছেলের পৈতে, তায় অ্যাদ্দিন বাদে একটা কাজ পড়েছে, সাত দিন আগের থেকেই এসো জন-বসো জন শুরু হয়ে যাবে, আপনি না গিয়ে দাঁড়ালে তো আমরা দুই বউয়ে মিলে একা হাতে পারবো না ! আপনি চিন্তা করবেন না, পেন্নামীর দরুণ আপনার জন্য...." তাড়াতাড়ি তাকে থামিয়ে দিয়ে তাপসী মাসিমা বলেছিলেন "ও কি কথা মেজোগিন্নী ! বিনুর পৈতে, তাতে গতরে খেটে টাকা নিতে যাবো আমি ? বিনু আমার বেঁচে থাক, টাকার কথা তুমি বলো না, এই মাথার দিব্যি দিলুম আমি !" মেজগিন্নী আর কিছু বলেননি, "তবে আর কী, কাল থেকেই কাজে লেগে পড়ুন" বলে চুপ করে গিয়েছিলেন।

আসলে, লুচির গাওয়া ঘি ফুটতে ফুটতে কড়াইয়ে যেমন বুদবুদ কাটছে, সেই উত্তপ্ত ঘিয়ের বুদবুদের মতই জষ্ঠি মাসের রোদ্দুরে উত্তপ্ত তাপসী মাসিমার মনেও একটি ইচ্ছা বুড়বুড়ি কাটছে। আচ্ছা, তিনি বিনুর ভিক্ষে মা হতে পারেন না ? নিজের সন্তান তো নেই, কোনোকালেই মা-ডাক শোনা হল না, হবেও না, ভগবান সেই ব্যবস্থা পাকা করে তবে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। বিনুকে তিনি সন্তান জ্ঞানে ভালোবাসেন। না হয় ভিক্ষা-মাই হলেন !

মেজগিন্নী কি এতই অবুছ হবেন ? নিশ্চয়ই বিনুর প্রতি তাপসী মাসিমার টান তাঁর চোখ এড়ায়নি। আর, হবেই বা কে ভিক্ষা মা ? মেজগিন্নীর বাপের বাড়ির আত্মীয়-কুটুম্বের যাওয়া আসা তেমন নেই। বড়গিন্নী চিরকালই আলাদা সংসারে একলা একেশ্বরী, এ সংসারের সাথে কেমন আলগা আলগা, ছাড়া ছাড়া ভাব। মেজগিন্নী-সেজগিন্নী একই সংসারে থাকলেও, ভিতরে ভিতরে দুইজনের ভারী রেশারেশি, তা পাড়ার মেয়েরা সকলেই জানে। আর বাকি রইল রাণী। ছ্যাঃ ! আচার বিচার মানে না, অলুক্ষুণে দ'পড়া না সধবা-না কুমারী-না বিধবা, তাকে আবার শুভ কাজে যেচে ডালা-কুলো ধরানো কীসের জন্য ? তাপসী মাসিমা ছাড়া আর আছেই বা কে ? কে ?

মেজগিন্নীর কাছে কথাটা পেড়ে দেখবেন না কি ? ছোট থেকেই বিনুর এত টান তার উপর, নিশ্চয়ই আপত্তি করবে না ! না না ছি ছি, তা কি করে হয় ! নিজে থেকে বলা যায় না কি ? তাঁরা কী ভাববেন !

প্রয়াত স্বামীর বিয়ের যৌতুক হিসেবে পাওয়া যে সোনার হারটা আছে সেটা তিনি সেইদিনই বিনুর নাম করে রেখে দিয়েছেন। সেটা একবার মেজগিন্নীকে দেখাবেন না কি তাপসী মাসিমা ? তাতে আভাস দেওয়াও হবে, আবার সরাসরি না বলেই কাজ সারা হবে !

চিন্তায় ছেদ পড়ল সিঁড়ির কাছ থেকে সেজগিন্নীর কর্কশ গলার ডাকে, "বলি ও চক্কোত্তি-দি, তোমার হলো ? বড়ঠাকুর নেয়ে ফিরলেন এই মাত্র, এখনই বিনুকে নিয়ে পুজোয় বসবেন যে !"

চমক ভেঙে তাপসী মাসিমা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "হ্যাঁ, যাই !"

****

পাট ভাঙা ধুতি আর চাদর পরে বিনু বসেছে তার জ্যাঠামশায়ের এক পাশে, খানিকটা জড়-সড় হয়েউ। পৈতে হওয়ার পর থেকে এই বাড়ির বড় ছেলে হিসেবে তাকেই নিত্য নারায়ণের সেবা করতে হবে,

তেমনটাই নিয়ম। কাল পৈতে, তার পরে গোটা দিন অদর্শনে কাটাতে হবে (সামনে পরীক্ষা তাই তার জন্য তিন দিনের অদর্শন নয়, কুলপুরোহিত বাবাকে বলেছেন যে এক সন্ধ্যা অদর্শনে থেকে মূল্য ধরে দিলেই হবে)। এ সরে তার একটুকুও মনোযোগ বা ইচ্ছা কোনোটাই নেই, এত বড় বয়সে নতুন করে তা হওয়াও সম্ভব নয়, তাও বাড়ির বড়দের আদেশে আজ এখানে বসতে হয়েছে !

ও-ধার থেকে বড়-গাঙ্গুলী বলে চলেছেন, "এর পরে আসনশুদ্ধি করবি, মন্ত্র বলবি, 'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ'...."

অন্য দিকে তাপসী মাসিমা বসে বসে বড় ফুলকাটা কাঁসার রেকারিতে ধূমায়িত গাওয়া ঘিতে সদ্য ভাজা লুচি, পাঁচ রকম তরকারি ভাজা আর সুজির মোহনভোগ বেড়ে রাখছেন ও ফাঁকে ফাঁকে বাঁ হাতে মাথার ঘোমটা তুলে পাড়া-সম্পর্কীয় ভাসুর বড়-গাঙ্গুলীর সামনে শিষ্টাচার রক্ষা করছেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাকিয়ে দেখছেন বিনুর মুখের দিকে। বিনুর শৈশব ও কৈশোরের নানা স্মৃতি যেন আজ ঠাকুরঘরের ধূপ-ধুনোর ধোঁয়া হয়ে তার অবয়বটাকে আলতো করে ঘিরে রেখেছে। সেই ছোটবেলায় কেমন ঠাকুরমার ঝুলির গল্প শুনতে শুনতে তাঁর কোলেই ঘুমিয়ে পড়তো বিনু ! তিনি তখন সদ্য বিয়ে হয়ে এই পাড়ায় বসাকদের বাড়িতে ভাড়া থাকতে এসেছেন কর্তার সাথে। রাতে ঘুমিয়ে পড়লে প্রায়শই বিনু আর বাড়ি যেতে চাইতো না। তাপসী মাসিমাও জোর করতেন না, একা হাতে ঘরের সব কাজ করা, কর্তার মৃদু আপত্তি, সব উপেক্ষা করে বিনুকে বিছানার এক পাশে রেখে তিনি ঘুমোতেন। কেমন সুন্দর ঝুলন সাজাতো ওরা চার ভাইবোনে মিলে ! রথের দিন শ্রীদামে ছুতোরের কাছে বায়না দিয়ে বানানো কাঠের ছোট্ট রথটা টানতে টানতে পাড়ার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময়ে বিনু সবার প্রথমে তাপসী মাসিমার বাড়িতে থামবেই। দোলের দিন বুক-পকেটে আবিরের ঠোঙা নিয়ে বিনু আসবে সকাল না হতেই, তাই সারা সংসারের কাজ সেরে রাতে বসে মালপোয়া ভাজতেন তিনি। বিজয়া দশমীতে গাঙ্গুলী বাড়ির ঠাকুরের ভাসান হতে না হতেই সে ছুটে আসতো, তাই আনন্দনাড়ু, ক্ষীরের গজা আর নিমকি তৈরি রাখতেন তিনি, সেই ষষ্ঠীর দিন থেকে খেটে-খুটে।

নিজের অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তাপসী মাসিমা। বিনু আজ কয়েক বছর ধরে শহরের বড় সাহেবী কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পড়ছে। সেখানেই বাসাবাড়িতে তাকে রেখেছেন তার বাবা। রথ-রাস-ঝুলনের পাট তো সে বড় হতে হতে প্রায় উঠেই গিয়েছিল, এখন বিনুর সাথে তাঁর বচ্ছরকার দোল আর দশমীর দিনের দেখাটাও হয় খুব কম সময়ের জন্য। অবশ্য ছুটি পেলেই সে বাড়ি এসে আগে দেখা করে যায় তাঁর সাথে !

ও পাশ থেকে বড় গাঙ্গুলী বলছেন, "তুলসী চয়নের জন্য আলাদা মন্ত্র, তুলসী দেবীকে প্রণামের আলাদা মন্ত্র, বল এবার, 'বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ....'আহ মন দিয়ে শেখ না বিনু ! কী হচ্ছে ?"

বিনু লজ্জা পেয়ে বলল, "যে আজ্ঞে জ্যাঠামশাই, শুনছি।"

ঘন্টাখানেক লাগলো পুজো শেষ হতে। ততক্ষণে ঠাকুঘরের বাইরে বড়-মেজ-সেজ তিন গাঙ্গুলী গিন্নী,

বাকি দুই গাঙ্গুলী কর্তা, মন্টু, টুনু, ঝুনু বড়গিন্নীর দুই মেয়ে ললি-মলি ও এক ছেলে রিন্টু, এবং অতি অবশ্যই রাণী এসে দাঁড়িয়েছে, প্রসাদ পাওয়ার জন্য। জলশঙ্খ থেকে জল ঢেলে, শালগ্রাম শিলাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে ও বিনুকে প্রণাম করিয়ে বড়-গাঙ্গুলী উঠে দাঁড়ালেন। তাপসী মাসিমাও ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে হাতে কলাপাতা তুলে নিলেন, সকলকে প্রসাদ বিতরণ করতে হবে।
বিনু আর মন্টু কর্তাদের সাথে খেতে বসল। তিন গিন্নী মিলে পরিবেশন তদারক করতে লাগলেন। অন্য দিকে এক পাশে বসল ললি, মলি, টুনু আর ঝুনু, দুটো কলাপাতা টেনে নিয়ে। রাণী চোরের মত এক পাশে দাঁড়িয়ে রইল, যেন এই অন্তরঙ্গ পারিবারিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে তার স্থান কোথায় তা সে ঠিক খুঁজে পাচ্ছে না।

তাপসী মাসিমা প্রথমেই বিনুর পাতে চারটে লুচি আর বেশ খানিকটা মোহনভোগ বেড়ে দিয়ে বললেন, "খা বাবা। সকাল থেকে উপোস করে আছিস, অভ্যাস তো নেই, নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে খুব !" বিনু অল্প হেসে মুখে বলল, "হ্যাঁ, খাচ্ছি তো মাসিমা।" বলে পাতের লুচি কয়টা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো।

সবার খাওয়া চলতে লাগল। এর মধ্যেই কিছুক্ষণ বাদে টুনু-ঝুনু নিচে নেমে গেল, তারা না কি আজ বড়গিন্নীর দুই মেয়ের সাথে টকি ছবি দেখতে যাবে। রিন্টু আর মন্টু দুই ভাইও উঠি-উঠি করছে, কিন্তু বিনু এতই আস্তে খাচ্ছে যে তাদেরও বসে থাকতে হচ্ছে। কর্তারা কাজে বেরোবেন, তাই আগে-ভাগেই নেমে গিয়েছেন। মেজগিন্নী-বড়গিন্নীও কলাপাতায় বউদের প্রসাদটুকু নিয়ে হেঁশেলের দিকে নেমে গেলেন। এমনমন সময়ে সেজগিন্নী ঠাকুরঘরের ভিতর থেকে হাঁক পাড়লেন, "বলি ও চক্কোত্তি-দি, একবারটি ইদিকে এসো দিকিনি। কালকের বামুন-বিদায়ের জন্য ক'টা পৈতে রেখেছো ?"

তাপসী মাসিমাকে উঠতে হল, কারণ ব্রাহ্মণ-বিদায়ের জন্য নিজের ব্যবসার পুঁজির থেকেই তিনি স্বহস্ত-নির্মিত যজ্ঞসূত্রগুলি নিয়ে এসেছেন। "ওই তো বারোটা আছে, আরও লাগলে সুতো কেটে আজ রাতেই বানিয়ে নেবো'খন" বলতে বলতে তিনি উঠে ঠাকুরঘরের মধ্যে চলে গেলেন। সেই সুযোগে বিনু পাতে আধখানা লুচি আর বেশ খানিকটা মোহনভোগ রেখেই উঠে পড়ল ও "শরীর খারাপ লাগছে" বলে দ্রুত পদে সিঁড়ি বেয়ে একতলায় নেমে গেলো, এবং একবার সকলে চোখের আড়াল হতেই ওই আধখানা লুচির উপর রাণী হামলে পড়ল। খাওয়ায় সে এতই ব্যস্ত যে টেরও পেলো না কখন গিন্নীরা আর তাপসী মাসিমা এক সাথে তার পিছনে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছেন, এবং বড়গিন্নী "ও মা গো এ কী কাণ্ড!" না বলা অবধি তার সম্বিৎ ফিরলও না !

তাপসী মাসিমার আর সহ্য হল না। চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে লাগলেন, "তা হ্যাঁ গা, বলি সাত কাল গিয়ে তো এক কালে ঠেকেছে, তা কালকে বাছার পৈতে, এত ফাঁড়া গেছে, আর আজকের দিনে গুরুজন হয়ে তার পাতের এঁটো খেয়ে ছেলেমানুষের পাপ না বাড়ালেই চলছিল না ? বলি সকাল থেকেই তো গাছের ফল গিলে বসে থাকো, তা এ বাড়িতে কি কেউ তোমাকে খেতে দেয় না যে সর্বদা খাওয়া নিয়ে এমন ছোটোলোকি কারবার করে বেড়াও ? বলি ঘেন্নাও ধরে না নিজের উপর ? সাক্ষাৎ নারায়ণের পেসাদ, বলতে নেই, তাও না বলে পারছি না, বলি এখনই তো পিণ্ডি গিলবে খানিক, এতটুকুও তর সইছিল না

? বলিহারি যাই বাপু !"

বড়গিন্নী হতভম্ব। মেজগিন্নী-সেজগিন্নীর মুখ রক্তবর্ণ-সেটা যতটা না রাগে, তার চেয়ে অনেক বেশি বিদেশ থেকে বাড়াতে আসা বড়জায়ের সামনে অপমানিত হওয়ার কারণে। বিশেষ করে মেজগিন্নীর সহবত-জ্ঞান বড় টনটনে, বাপের বাড়ি কলকাতায়, লেখাপড়া জানে, আপনি-আজ্ঞে করে কথা বলে। তাই সেই বলল কোনোক্রমে জোরে চেঁচিয়ে, "দূর হও দেখি আমার চোখের সামনে থেকে রাণী ঠাকুরঝি, বলি লোক হাসানোর আর জায়গা আর সময় পেলে না ? আশ্চর্য বাবা যা হোক !"

রাণী কাষ্ঠ হাসি হেসে আমতা আমতা করে বলতে লাগল, "বামুনের এঁটোয় দোষ কি বৌদি ? বিনু তো... মানে এই পেসাদ ফেলা যাবে তাই..."

মেঝেতে পা ঠুকে এবার গর্জে উঠলেন সেজগিন্নী, "আহা, তুমি বড় আচার-বিচার মেনে চল কি না, তাই পেসাদ ফেলা যাওয়ার তোমার গায়ে ফোস্কা পড়ছে ! ঢঙ যত্তসব, ন্যাকামি দেখে আর বাঁচিনে, বাবা বাবা কী ঘেন্না !"

রাণী মুখ চুন করে সরে গেল। তাকে সরে যেতে হল।

অবশিষ্ট প্রসাদ-সহ কলাপাতাটা এক টানে মুড়িয়ে নিয়ে মেজগিন্নী রাগে গরগর করতে করতে অন্যত্র চলে গেল।

****

পরদিন ভোরবেলা। বিনু ক্ষৌরকর্ম সেরে হোমকুণ্ডের এক পাশে বসেছে, পাশে তার বাবা, গাঙ্গুলীবাড়ির মেজকর্তা; তিনিই আচার্য হয়েছেন। পৌরহিত্য করছেন কুলপুরোহিত নিত্যশরণ ভট্টাচার্য মশাই। হোমের আগুনের তাপে বিনুর সদ্যমুণ্ডিত মস্তক-সহ মুখমণ্ডল চকচক করছে।

তাপসী মাসিমা অবশ্য এই সব থেকে অনেক দূরে। সকাল থেকেই 'এসো-জন-বসো-জন' লেগে আছে যজ্ঞিবাড়িতে। আজ তো তবু শুধু আত্মীয়রা খাবে; পাড়া-প্রতিবেশী আর বন্ধুবান্ধবদের ভোজ হবে কাল। তাদের চা করে দেওয়া, জলখাবার দেওয়া, দফায় দফায় নানা খুচরো কাজ করার মধ্যেই তিনি মেতে আছেন। কান পেতে মাঝে মাঝে শুনছেন, ভিক্ষা দেওয়া শুরু হল কি না। নিত্য ভটচাজের গলায় মন্ত্র ভেসে আসছে, "ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং বৃহস্পতের্যৎ সহজং..."

রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে তাপসী মাসিমা নানা সাত-পাঁচ ভাবছিলেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে মেজগিন্নীকে ভিক্ষা মা কে হবে তা জানার চেষ্টা করেছিলেন, তবে সুবিধা হয়নি। বিনুর না কি তিন দিনের বদলে এক বেলা অদর্শন ! কী জানি বাবা, কালে কালে কী সব হচ্ছে ! তাঁদের সময়কালে তো এমন অনাচ্চিষ্টির কথা ভাবাই যেতো না। যাক গিয়ে যাক, ভটচাজ যখন বলেছেন যে মূল্য ধরে দিলেই হবে, তখন কোনো

বিধান আছে নিশ্চয়ই।

এখনও ভিক্ষে-মা হওয়ার কথা বলল না তো কেউ ? তবে কি অন্য কাউকে স্থির করেছেন তাঁরা ? হবেও বা ! তাপসী মাসিমার উঠোনের যে পেয়ারা গাছটার পেয়ারা বিনু খেতে সবচেয়ে ভালোবাসতো, সেটার বেশ বড় বড় কয়েকটা ফল তিনি লুকিয়ে ঝোলার মধ্যে নিয়ে এসেছেন, আজ ভোর বেলা স্নান করার পরেই, সাথে কর্তার সেই হারটা। তিনি স্থির করলেন যে পৈতে ধারণের পর যখন সবাই ভিক্ষা দেবেন, তখনই তিনিও ওগুলো বিনুকে দিয়ে দেবেন। পরে যদি আর সুযোগ না পাওয়া যায় ?

দম ফেলার ফুরসত নেই। দফায় দফায় চা করা, তরকারির জন্য সবজি কাটা, মসলা বাটা করতে করতেই সন্ত্রস্ত কান সজাগ হয়ে আছে, ভিক্ষা দেওয়া শুরু হল না কি ? আজ তাপসী মাসিমার যেন রাণীর প্রতি অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করার সময়ও নেই। বিনুর মুখ থেকে একবার 'মা' ডাক শুনতে পাওয়ার জন্য তিনি যে কতটা উদগ্রীব হয়ে আছেন, তা তিনিই জানেন !

ঢং ঢং করে বড় বৈঠকখানা ঘরের ঘড়িতে বারোটা বাজল, এবং তখনই তাপসী মাসিমা শুনতে পেলেন, বাইরে মেজ গাঙ্গুলী বলছেন, "এবার আগে মাকে প্রণাম করো, করে বলো, 'ভবতি ভিক্ষাং দেহি মাতঃ'..."

তার মানে ভিক্ষা দেওয়া শুরু হয়েছে ! তড়িঘড়ি ডালের কড়াইয়ে এক ঘটি জল ঢেলে তাপসী মাসিমা কোণের থেকে টেনে নিলেন তাঁর সেই পেয়ারা ও সোনার হার ভর্তি ঝোলা। পড়ি কি মরি করে দাঁড়িয়ে পিছনে ঘুরে তিনি ছুটলেন বড় উঠোনের দিকে। রান্নাঘরের দাওয়া থেকে যে সরু বারান্দাটা দিয়ে সেখানে যাওয়া যায়, তার প্রান্তে এসে তিনি উঁকি দিলেন।

আহা, বিনুকে কি মিষ্টিই না লাগছে ! হাতে বেলের লাঠি, পরনে গেরুয়া কাপড় আর ন্যাড়া মাথায় যেন নদের চাঁদ নিমাইঠাকুরটি ! মাথায় ঘোমটা আরও ঘন করে টেনে নিয়ে তিনি সন্তর্পণে পা বাড়াতে যাবেন, হঠাৎ সেজগিন্নীর গলার স্বরে চমকে উঠলেন।

"বলি ও চক্কোত্তি-দি, এখন এখানে কী করছো ? পায়েসটা চড়িয়ে দাও না, কয়েক ঘন্টা পরেই তো আবার ভিক্ষা-মাকে ভিক্ষা দিতে হবে !"

ততক্ষণে মেজগিন্নীর ছেলেকে ভিক্ষা দেওয়া হয়ে গিয়েছে, তিনিও বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেশি সময় তো নেই, আপনি এখনই চড়িয়ে দিন পায়েসটা। বাছা সারাটা দিন উপোসে আছে, আজকের দিন মিটলে বাঁচা যায় ! একটু পড়েই তো আবার ভিক্ষা দেওয়া। আপনি না করলে আর কে করবে ?"

ভিক্ষা-মায়ের হাতের পায়েস চড়াতে বলা হচ্ছে তাঁকে ! তাপসী মাসিমা যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না কথাটা। তার মানে কি ঠাকুর শেষ অবধি তার কথা শুনলেন ? তাঁর অজান্তেই তাঁকে ভিক্ষে-মা করতে স্থির করেছেন মেজগিন্নী ! তাঁর এত দিনের নানা যজ্ঞিবাড়িতে ঠাকুরপুজোর ভোগ রাঁধা, জোগান দেওয়া,

সব কি তবে কিছুটা হলেও ফলবতী হল ?

তাপসী মাসিমা "হ্যাঁ, এই যাই" বলে পিছন ফিরলেন।

****

বাড়ি যাচ্ছেন তাপসী মাসিমা। পা যেন তার আর চলতে চাইছে না। কপালের এক পাশ কেটে গিয়ে ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে।

সন্ধ্যায় বিনু যখন বন্ধ ঘরের থেকে বেরোলো, তখন বাটিতে নলেন গুড়ের পায়েস আর ঝোলাতে সেই পেয়ারা আর সোনার হার নিয়ে প্রস্তুত হয়েই ছিলেন তাপসী মাসিমা। ঝকঝকে নতুন কাঁসার বাটি-চামচে তা বসিয়ে, অন্য হাতে সেই ঝোলাটা শক্ত করে ধরে তিনি দোতলার দরজা বন্ধ ঘরটার দিকে এগোতে যাবেন, এমন সময়ে পাশের বাড়ির বাঁড়ুজ্যে গিন্নীকে সাথে নিয়ে উদয় হলেন মেজগিন্নী আর সেজগিন্নী। তিনজনে গলায় গলায় সই। তাপসী মাসিমা কিছু বুঝে ওঠার আগেই মেজগিন্নী বললেন, "ওঃ এই তো পায়েস হয়ে গিয়েছে। নাও গো সুধা ! তুমিই তো ভিক্ষা-মা হবে ! তুমিই হাতে নাও, আমরা আর ওতে হাত লাগাবো না !"

'ভিক্ষা মা হবে' মানে ? তাপসী মাসিমার মাথা ঝমঝম করে উঠল। সবই তবে ফাঁকি ? বাঁড়ুজ্যে গিন্নীর পিছন পিছন টলতে টলতে সেই ঝোলাটা সাথে করে তাপসী মাসিমা যখন দোতলায় বিনুর ঘরের দিকে পা বাড়ালেন, তখন তাঁর চোখেও আর জল আসতে চাইছে না। সত্যিই, কী ভেবেছিলেন তিনি ? পাড়ার সেরা বড়লোক গাঙ্গুলীরা কেন তাঁকে ভিক্ষে-মা করতে যাবে ? আত্মীয়তা-বন্ধুত্ব এগুলো হয় সেয়ানে-সেয়ানে, সমানে-সমানে। তাঁর মত পোড় খাওয়া মানুষের কী করে এত বড় ভুল হল ? কেন তিনি আশা করলেন ? নিজের মানসিক দৈন্যদশা প্রকট হয়ে পড়ায় তাঁর এখন নিজেরই নিজেকে চড় কষাতে ইচ্ছা করছে।

বিনু ঘর থেকে বেরিয়েছে। বাঁড়ুজ্যে গিন্নী হাসি হাসি মুখে তাকে পায়েস খাইয়ে দিচ্ছেন।

সবার পিছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসব ভাবতে তাপসঅ মাসিমার মাথা উত্তপ্ত হয়ে উঠল, হঠাৎ করে তিনি টাল সামলাতে না পেরে মাথা ঘুরে পড়লেন সামনে দাঁড়ানো এক নিমন্ত্রিতা মহিলার গায়ের উপর। তিনি পড়ে গিয়ে "ও মা গো কী হল গো" বলে আর্তনাদ করে হাত পা ছুঁড়তে লাগলেন, এবং তাপসী মাসিমার মাথা ঠুকে গেলো শান বাঁধানো মেঝের এক কোণে। কপাল ফেটে ঝরঝর করে রক্ত ঝরতে ঝরতে পরনের থানের সামনেটায় ফোঁটা ফোঁটা হয়ে ভিজিয়ে দিলো।

ততক্ষণে চারপাশে ভিড় জমে গিয়েছে। কে যেন বলছে, "কে গা ? আগে তো দেখিনি ! সারাদিন পর কাজের বাড়িতে নতুন লোক- এ তো ভালো কথা নয় !"

ষণ্ডামার্কা একটা কে লোক তাঁর সেই ঝোলটা থেকে বেরিয়ে পড়া পেয়ারাগুলোর একটা তুলে বলতে লাগলো, "চোর ! চোর ! মেজবউঠান, সেজবউঠান দেখুন-ভিক্ষের ফলমূল চুরি করতে এসেছে !"

আঁচল থেকে সেই হার ছড়াও বেরিয়ে পড়েছিলো। সেটা খপ করে ধরে ফেলে এক জন অল্পবয়সী মেয়ে বলতে লাগলো, "ও মা গো ! এ যে সোনার হার। কার থেকে সরিয়েছে কে জানে ?"

গিন্নীরা পড়ি-মরি করে দৌড়ে সামনে এসে থ' বনে গেলেন। মেজগিন্নী মুখ শক্ত করে কোনোমতে বললেন, "না না, চোর নয়, বামুনদিদি, আজকের সব কাজ করার জন্য রাখা হয়েছিল।"

'রাখা' হয়েছিলো ? সত্যিই ?

সেই ষণ্ডমার্কা লোকটা মাথা নেড়ে বলল, "বামুনদিদি হোক আর যেই হোক, চোর কি না তা কী করে বলা যাবে ? আগে সবাইকে জিজ্ঞাসা করা হোক কারও হার খোয়া গিয়েছে কি না।"

সেজগিন্নী অবশ্য অত সহজে মুখে কুলুপ আঁটেন না, তিনি গর্জে উঠে বললেন, "চক্কোত্তি-দি, তোমার আক্কেলটা কী ? শুভদিনে রক্তারক্তি করে একটা অনর্থ পাকালে তো ? যাও দূর হয়ে যাও দেখি। তোমার সিধে তোমার বাড়ি পৌঁছে দেব'খন !"

তাপসী মাসিমা অতি কষ্টে বলেন, "না, ওগুলো সব আমার, বিনুকে দেবো বলে এনেছিলাম।"

মেজগিন্নী এবার ঝাঁকিয়ে ওঠেন, "এখন কি এই সব দেওয়ার সময় ? সব কিছুর একটা নিয়ম আছে তো না কি ? এখন তো ভিক্ষে-মা ছাড়া আর কেউ কিছু দেবে না !"

বিনুর দিকে তাকিয়ে দেখলেন তাপসী মাসিমা। সে মাথা নিচু করে আছে।

হার, পেয়ারা, ঝোলা সব ফেলে রেখে তাপসী মাসিমা কোনোমত উঠে দাঁড়ালেন। কোনো কথা না বলে তিনি দ্রুত পায়ে ফটক পার হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে গেলেন।

বেরোনোর সময়ে কানে এলো, মেজগিন্নী সেজগিন্নী আর বড়গিন্নীকে বলছে, "পয়সা দেবো, কাজ করাবো এই অবধি সম্পর্ক। তা সে পয়সা না নিতে চাইলে কী করব ? যেচে কুটুম্বিতা পাতাবো না কি ? "বিনুকে দেওয়ার জন্য এনেছিলাম"- আদিখ্যেতা কত !"

হাতের উপর এক ফোঁটা রক্ত পড়েছে।

তাপসী মাসিমার মনে পড়ে গেলা অনেক দিন আগের কথা। তখনও কর্তা বেঁচে। জীবনের সমস্ত না-পাওয়াকে উল্টে দেওয়ার একমাত্র সম্ভাবনাটি সন্ধ্যাতারার মত উদয় হয়েই আবার মাস তিনেকের মাথায় ঝরে পড়েছিলো, নিঃশব্দে। মঙ্গলা দাইকে ডেকে ভেষজ ওষুধ খেয়ে দাঁতে দাঁত চেপে পড়েছিলেন। এক ফোঁটাও জল পড়েনি চোখ থেকে।

আজ এত দিন পড়ে সেই উদ্বৃত্ত অশ্রু ঝরতে লাগলো তাপসী মাসিমার দুই চোখ বেয়ে।

****

গভীর রাত। গাঙ্গুলীবাড়িতে সকলে ঘুমে আচ্ছন্ন। শুধু বিনুর চোখে ঘুম নেই। একে তো সারা দিনের ধকল, তার উপর বিকেলের ওই বিশ্রী ঝামেলা। তাপসী মাসিমা বেরিয়ে যাওয়ার পরেও কারও হার খোয়া গিয়েছে কি না সেই তল্লাশি চালানো হয়েছে। শেষে কাউকে না পাওয়া গিয়ে রায় দেওয়া হয়েছে যে ও হার তবে মাসিমারই, আগামীকাল সিধের সাথে তাকেই ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

সব মিলিয়ে মনটা খুব বিক্ষিপ্ত লাগছে।

খিদেও পাচ্ছে বেশ। নাহ্। এই সময়ে কোথায় খাবার পাওয়া যায়।

রান্নাঘরে গিয়ে একবার দেখবে না কি ?

পা টিপে টিপে সে ঘর থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল। প্রায় দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে, এমন সময়ে কে যেন পিছন থেকে ডাকলো, "বিনু ?"
হঠাৎ ডাক শুনে বুক ধড়ফড় করে উঠল বিনুর। একটু ধাতস্থ হয়ে বলল, "ওঃ রাণী পিসি তুমি !"

রাণী বলল, "হ্যাঁ, রান্নাঘরে বাসন মাজছিলাম। কী চাই তোর ?"

বিনু মাথা চুলকে বলল, "আসলে, খিদে পাচ্ছে !"

রাণী বলল, "দাঁড়া তবে, তোর জন্য একটা জিনিস রেখেছি।" এই বলে উনুনের পিছন থেকে বার করে আনলো সেই পেয়ারা, আর সাথে হার ছড়া।
বিনু মাটির দিকে তাকিয়ে আছে।

রাণী বলে চলে, "তোর ঘরের বাইরে গড়াগড়ি যাচ্ছিল, তাই চুপিচুপি তুলে রেখেছি। বিনু রে, দেশে বাবা মা বেঁচে থাকতে খাবারের কষ্ট যত পেয়েছি, তা আর তত কিছুতে পাইনি। এখানে যখন দেখি খাবার গড়াগড়ি যাচ্ছে, তখন বড্ড কষ্ট হয়, তাই বাড়িয়ে-কুড়িয়ে তুলে রাখি। রাগ করিস না বাবা। তাপসীদি তোকে বড় ভালোবাসেন। কাল একবার তাঁর কাছে গিয়ে দেখা করিস !"

বিনু মাটির দিকেই তাকিয়ে থাকে। তার মনে পড়ে যায় ছোটবেলার সান্নিপাতিক জ্বরের সেই আবছা স্মৃতি। রাণী পিসি তখন সবে দেশ থেকে এসেছে। মাথার কাছে বসে থাকতো তাপসী মাসিমা, আর ঘরের বাইরে দিন নেই রাত নেই- রাণী পিসি একা, মুখ বুজে ফাইফরমায়েশ খাটার জন্য। চাকরে বাকরেও যে তখন রোগের ভয়ে ঘেঁষতো না !

বিনুর চোখ জ্বালা করে ওঠে !